ছিলেন , চলে গেলেন

অন্য খবর

চিকিৎসকরা সমাজে মানুষের পরিত্রাতা। রোগাক্রান্ত অসহায় মানুষের অবলম্বন। অথচ আজকের সমাজে অধিকাংশ চিকিৎসকেরই চরিত্র নষ্ট হয়ে যেতে দেখছি আমরা। তাঁদের রোগীর প্রতি মনোযোগ, দায়িত্ববোধ, সেবাব্রত সব যেন হারিয়ে যাচ্ছে ;

উল্টে অর্থের প্রতি মাত্রাহীন লোভ, চিকিৎসায় অবহেলা, অসাধু চক্রের সঙ্গে সংযোগ, ওষুধ কোম্পানীর উপহার উপঢৌকন প্রলোভনের কাছে আত্মবিক্রয় -- এসবই এখন চিকিৎসককুলের পরিচিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোগী মানে পণ্য ছাড়া কিছু নয়। . . .

কোথায় হারিয়ে গেলেন আমাদের পুরনো কালো-ব্যাগের দরদী দায়িত্বশীল ঘরোয়া ডাক্তারবাবুরা ! হারিয়ে গেল তাদের আদর্শ আর সহজ জীবনযাপনের মানবিক ধারা ! যে দু'চারজন এই বিরল প্রজাতির ডাক্তারবাবু এখনো নিম্নবিত্ত এলাকায় কিংবা মফঃস্বলে শহরে মানুষের কষ্ট লাঘবের একমাত্র ব্রত নিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন ধনবান হওয়ার লোভ পরিত্যাগ করে, তাদের প্রচার-গ্ল্যামার কখনোই ছিল না, এখন আরো নেই। এই গরীব মানুষের 'আপনজন'রা এক এক করে চলে যাচ্ছেন নীরবে , যেমন চলে গেলেন ভাটপাড়ার **শ্যাম ডাক্তার ,** এই মাত্র গত মে মাসে।

পোষাকি নাম ডাঃ শ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায় ; উত্তর চব্বিশ পরগনার ভাটপাড়ার সবার প্রিয় ধাত-বুঝে-চিকিৎসা-করা বাড়ির ডাক্তার। সাধারণ মানুষের একান্ত আপন এই 'মানুষ'টি নিষ্ঠা আর দরদের সঙ্গে চিকিৎসা দিয়ে গেলেন দীর্ঘকাল। কোনো নামী দামী বিলিতি ডিগ্রিধারী 'স্পেশালিস্ট' ডাক্তার তিনি ছিলেন না। সাধারণ মেডিক্যাল ডিগ্রি নিয়ে , সেবা সততা আর সাহসী মন সম্বল করে , রোগীকে সুস্থ করে তোলার একাগ্র ব্রত পালন করে গেলেন সুদীর্ঘ ৬০ বছর। গরিবের ভগবান, মধ্যবিত্তের সহায় এই মহৎ মনের মানুষটি ভাটপাড়ার গলিঘুঁজি দিয়ে হন্‌হন্‌ করে ছুটে বেড়াতেন এবাড়ি ওবাড়ি, ''কল'' সামলাতে। রাত-বিরেতে কল থাকলে টর্চ হাতে সামান্য চিকিৎসার সরঞ্জাম নিয়ে বিনা-বিরক্তিতে চলে যেতেন রোগীর বাড়ি। তাঁর সহানুভূতির ছোঁয়াই ছিল এক মস্ত দাওয়াই। দুপুরের রোদ উপেক্ষা করেও রোগীর ডাকে ছুটে যেতেন -- পরণে চিরাচরিত ধুতি, সাদা জামা, তার ওপর সুতির কোট -- গরমকালেও।

ভাটপাড়ার এক ফটোর দোকানে ঝোলানো থাকতো স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছবি। শ্যাম ডাক্তারের ছবি কিন্তু সেখানে ছিল না। তার মানে এই নয় যে দোকানের মালিক 'শ্যাম ডাক্তার'-এর ছবি টাঙানোর যোগ্য মনে করেননি , আসলে আর দশজনের মত তিনিও ডাক্তারবাবুকে নিজের পাড়ার সাধারণ মানুষেরই একজন বলে ভাবতেন, ছবি টাঙিয়ে 'আলাদা' করে দেওয়ার কথা মাথাতেই আসেনি। . . . এরকম আন্তরিক সম্মান ক'জন পান ?

খালি পায়ে কখনো তাঁকে দেখিনি। পায়ে সবসময় গলানো থাকতো মোকাসিনের পুরণো সংস্করণ, মোজা ছাড়া। কিন্তু প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন 'খালিপদ'(bare foot) ডাক্তার --হেটোমেঠো সাধারণ মানুষের চিকিৎসার দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে যাঁরা অনেকের কাছেই একসময় হয়ে উঠেছিলেন আদর্শস্থানীয়।

আজকের দিনে কে মূল্যায়ণ করবে শ্যাম ডাক্তারদের ? সেরকম মানুষ বা সংগঠন কোথায় ? জানি না। তবে একটা কথা খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয় এখানে : '' To become great is to admire greatness first .'' শ্যাম ডাক্তারদের বড় দরকার ছিল আজকের সময়ে -- যে সময় সমাজবিরোধী চিকিৎসকদের দৌরাত্ম দেখে রোগীর ও তার নিকটজনের মনে ঘেন্না-ভয় ধরে গেছে। এটাই কি চলে যাবার সময় , শ্যাম ডাক্তার ?

- বরুণ ভট্টাচার্য